দৈনিক জনকণ্ঠ

25 MAR 1997

পৃষ্ঠা ৭

শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক

ইংরেজী প্রথম পত্রের পরীক্ষা ৮ এপ্রিল ও দ্বিতীয় পত্রের রচনা ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ১০ এপ্রিল

মোস্তাক মোবারকী

দেশের ৫ বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ইংরেজী প্রথম পত্রের পরীক্ষা (রচনামূলক) বাতিল করা হয়েছে। দু'টি কেন্দ্রের বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং কয়েকটি কেন্দ্রের পরীক্ষায় গণনকলের অভিযোগে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। সোমবার শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেকের সভাপতিত্বে শিক্ষা সচিব ও ৫ বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকদের এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

ইংরেজী প্রথম পত্রের রচনামূলক পরীক্ষা আগামী ৮ এপ্রিল এবং ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ১০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষা পূর্ব নির্ধারিত ১ থেকে ৬ এপ্রিলই যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র জানায়।

সোমবার সন্ধ্যায় শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক তাঁর গুলশানের বাসভবনে জনকণ্ঠকে জানান, প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি উদ্দেশ্যমূলকভাবে করা হয়েছে।

(১৫ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)

(প্রথম পাতার পর)

ইংরেজী প্রথম পত্রের

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে তাঁর ধারণা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে কোন কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থিত ছাত্র সংগঠন মহা হৈ চৈ শুরু করে। তারা পরীক্ষা বাতিল এবং শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগও দাবি করে। মন্ত্রী বলেন, ট্রেজারি বা ব্যাংক থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই প্রশ্নপত্র আনেন। পরীক্ষার হলে এসে প্রশ্নপত্রের সিলগালা খুলে আরেক দফা যাচাই করে ছাত্রদের মধ্যে তা বিলিবণ্টন করেন। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি ধাপে এবং কয়েকজনের যোগসাজশে বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন ২ কেন্দ্রে ফাঁস হয়েছে। তাছাড়া প্রশ্ন তৈরি করার সময় কয়েকটি ধাপেও প্রশ্নপত্র ফাঁস হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস নিম্নপর্যায়ে থেকে হলেও অনেক ওপরের বিশেষ কোন মহল এতে জড়িত থাকতে পারে। তিনি বলেন, প্রফেসর আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে গঠিত ৪ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি, সিআইডি এবং বোর্ডগুলো ভিন্নভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি তদন্ত করছে। সব রিপোর্ট পাওয়ার পরই প্রশ্নপত্র ফাঁসের আসল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে। তিনি বলেন, আগামী বছর থেকে প্রশ্নপত্র তৈরির পদ্ধতি পরিবর্তন করা হবে। আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র যাতে আর ফাঁস না হয়, সেজন্য বিজি প্রেসসহ সংশ্লিষ্ট পয়েন্টগুলোতে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। তিনি বলেন, অঙ্ক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগেই নতুন প্রশ্নপত্র করা হয়েছে।